معالم إرشادية لصناعة طالب العلم

তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা

তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা

মূল
মুহাম্মদ আওয়ামা

অনুবাদ
উমাইর লুৎফর রহমান

মাকতাবাতুল হাসান

তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা
(মূলগ্রন্থ : মাআলিমু ইরশাদিয়্যা লি ছিনাআতি তালিবিল ইলমি)
প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : হাবীব খান
বর্ণবিন্যাস : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-12-3

মূল্য : ৫০০/= টাকা মাত্র

Talibul Ielem Gothoner Adorsho Ruprekha
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabahasan

তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১৫
অনুবাদকের কথা ১৭

প্রথম অধ্যায় : কাঙ্ক্ষিত 'ইলম'-এর গুরুত্ব ও ফজিলত

'ইলম'-এর গুরুত্ব ও ফজিলত ২৩

প্রথম অনুচ্ছেদ : কোন ইলম এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়

এই ইলমের ভিত্তি ২৫
ইলমের প্রকার ২৬
উপকারবিহীন ইলম থেকে সতর্কতা ২৮
তৃতীয় বিদ্যা হতে সাবধান! ৩৩

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তালিবুল ইলমের জন্য পাঠ্যসূচির গুরুত্ব ৩৪
মানহাজ বা পাঠ্যসূচির সংজ্ঞা ৩৪
পাঠ্যসূচির গুরুত্ব : ৩৪
কারা প্রণয়ন করবে পাঠ্যসূচি? ৩৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইলম ও আহলে ইলমের মর্যাদা ৩৮

প্রথম আলোচনা

ইলম ও ইলমি মজলিশের ফজিলত ৪০
কিতাবুল্লাহতে ইলমের ফজিলত ৪০
ইহকালে মুক্তির নমুনা ৪১
পরকালে মুক্তির নমুনা ৪১
হাদিস শরিফে ইলমের ফজিলত ৪৫
ফরজে কিফায়া ৪৬
কেমন তালিবুল ইলম চায় সমাজ ৪৭
ইলমি মজলিশের ফজিলত ৫১
ইবাদাতের জন্য ফারেগ হওয়া থেকে ইলমের মজলিশ গঠন শ্রেষ্ঠ ৫২

দ্বিতীয় আলোচনা

আলেমদের মর্যাদা এবং উম্মাহর ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ৫৭
ইলমের সঙ্গে থাকতে হবে আমল ৬১
আহলে ইলমের চেহারায় ইলমে নববির ছাপ ৬৩

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইলম অন্বেষণের পূর্বে যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে

ভূমিকা : তালিবুল ইলমের জন্য মৌলিক নির্দেশনা সম্পর্কে ৬৭

প্রথম পথনির্দেশ

ইখলাছ বা নিষ্ঠার গুরুত্ব (কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইলম তলব) ৭১
সাফল্য অর্জনে বিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা ৭৬

দ্বিতীয় পথনির্দেশ

তালিবুল ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপলব্ধি ৭৮
তালিবুল ইলম দুটি বিষয়কে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবে ৭৮
তালিবুল ইলমগণ আল্লাহর প্রতিনিধি ৮০

তৃতীয় পথনির্দেশ

ইলম অন্বেষণে মেধার গুরুত্ব ৮৩
মেধা দুই প্রকার ৮৩

চতুর্থ পথনির্দেশ

সময়ের মূল্যায়ন এবং ইলম অর্জন ৮৫
সময়ের মূল্যায়ন ৮৬
সময়ের মূল্যায়ন সম্পর্কে মনীষীদের যত কথা ৮৯
ইলম অর্জনে তাদের অদম্য লিপ্সার উদাহরণ ৯৫
মুমূর্ষ অবস্থায়ও ইলমচর্চা ৯৮

পঞ্চম পথনির্দেশ

ইলম অন্বেষণে অদম্য স্পৃহা ১০১
উন্নত বাসনা লালনের প্রতি উৎসাহদান ১০১
ইলমের সঙ্গে দৈহিক বিশ্রাম বেমানান ১০৫
অদম্য স্পৃহা ও উচ্চাভিলাষ ১০৮
সুবচন ও ব্যক্তিত্ব গঠনে তার প্রভাব ১১১
প্রথম ঘটনা ১১৬
দ্বিতীয় ঘটনা ১১৭
ইলম লিখন ও সংরক্ষণে পূর্বসূরিদের তীব্র আসক্তির আরেকটি দৃষ্টান্ত ১২০
এ রকম আরেকটি ঘটনা ১২১
মাত্র একটি হাদিস গ্রহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ১২১
ভ্রমণে আত্মবিলীনতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ১২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রচণ্ড ক্ষুধাকে ছাপিয়ে গেল উচ্চাকাঙ্ক্ষা	১২৬
এ ব্যাপারে ইমাম ও মনীষীদের উক্তিসমূহ	১২৮
তাদের জন্য আল্লাহর সাহায্যের কিছু নমুনা	১২৯
ষষ্ঠ পথনির্দেশ	
সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তিলাভ	১৩৫
১. অন্য সব বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, এমনকি প্রয়োজনীয় অনেক কাজ থেকেও	১৩৫
২. জীবিকা উপার্জন; সন্তান ও পরিবার নিয়ে ভাবনা	১৩৯
৩. আরও একটি প্রতিক্রিয়াশীল বড়ো প্রতিবন্ধকতা হলো, ভাইদের সঙ্গে বেশি পরিমাণে ওঠাবসা করা। জনসাধারণের সাথে বেশি রকম সম্পর্ক রাখা	১৪০
সপ্তম পথনির্দেশ	
সাথি-সঙ্গী নির্বাচন ও বন্ধুদের সাহচর্য	১৪৫
অষ্টম পথনির্দেশ	
শায়খ বা উস্তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা	১৪৯
প্রথম ঘটনা	১৫৪
দ্বিতীয় ঘটনা	১৫৪
গ্রন্থকে শায়খ বানানো থেকে সতর্ক হন!	১৬৬
ভার্সিটি-শিক্ষাকে ইলমে শরিয়তের ওপর প্রাধান্যদান প্রসঙ্গ	১৬৭
ভয়াবহ প্রথম পর্যায়	১৬৮
তালিবুল ইলমদের ওপর প্রযুক্তির প্রভাব	১৭০
বস্তুগত ক্ষতি	১৭০
আত্মিক ক্ষতি	১৭০
স্রেফ বিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর নির্ভরশীলতা এবং উম্মতে মুসলিমার ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব	১৭১
আধাজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিদ্যায় এদের কুপ্রভাব	১৭১
হাদিসের কিতাবগুলো দ্রুত পড়ে শেষ করার নতুন সংস্কৃতি	১৭৩
প্রথম ঘটনা	১৭৪
দ্বিতীয় ঘটনা	১৭৪
তৃতীয় ঘটনা	১৭৪
শায়খদের থেকে ইলম অর্জন বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন	১৭৮
নবম পথনির্দেশ	
উস্তাদ নির্বাচন	১৮০
ন্যায়নিষ্ঠ আলিমের নিদর্শন	১৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম : ইলম অনুযায়ী আমল	১৮৩
দ্বিতীয়	১৮৩
তৃতীয়	১৮৪
স্বীকৃত আলিমের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য	১৮৫
শুরু থেকেই আদর্শ শায়খের সুহবত এক্তিয়ার	১৮৮
দশম পথনির্দেশ	
উস্তাদের সুহবত	১৯১
শায়খ নির্বাচনে উস্তাদের দিকনির্দেশনা	১৯৪
একাধিক শায়খ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা	১৯৬
সদা সতর্কতা অবলম্বন ও সর্বক্ষণ তালিবুল ইলমের সংশ্রব অর্জন	২০০
একাদশ পথনির্দেশ	
তালিবুল ইলমের আদব-আখলাক	২০১
১. শায়খের সঙ্গে আদব	২০২
শায়খের সঙ্গে তালিবুল ইলমের আদব অবলম্বনের ব্যাপারে আল-কুরআনের নির্দেশনা	২০৭
উস্তাদের সঙ্গে ছাত্রের আদবের কিছু নমুনা	২১০
সংশ্রব অবলম্বনকালে তালিবুল ইলমকে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে	২১৩
শায়খের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে গভীর পর্যবেক্ষণ	২১৬
২. ইলমের প্রতি আদব	২১৭
৩. কিতাবের সাথে আদব	২২০
দ্বাদশ পথনির্দেশ	
ধৈর্য ও বিরতিহীনতা	২২৭
আল্লাহর সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত ইলম তলবে শিক্ষার্থীর ধৈর্যধারণ	২২৭
অখণ্ড অভিনিবেশ	২২৮
ত্রয়োদশ পথনির্দেশ	
তাকরার ও মুতালাআর গুরুত্ব	২৩২
সর্বশেষ অসিয়ত ও একটি ঘটনা	২৩৭
চতুর্দশ পথনির্দেশ	
মুজাকারা বা ইলম চর্চার তাৎপর্য	২৩৯
মুজাকারার বিষয়ে মনীষীদের কিছু ঘটনা	২৪০
পঞ্চদশ পথনির্দেশ	
অনুসন্ধিৎসা এবং জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা	২৪৫

তৃতীয় অধ্যায় : একজন আদর্শ উস্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উস্তাদ ও মুরুব্বির দায়িত্ব ২৫১
উস্তাদ ও মুরুব্বির প্রভাব ২৫৩

প্রথম পথনির্দেশ

উস্তাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ ২৫৫
পূর্বসূরিদের নির্দেশিত উস্তাদের অন্যান্য দায়িত্ব ২৬৫
প্রথম দায়িত্ব ২৬৫
দ্বিতীয় দায়িত্ব ২৬৬
তৃতীয় দায়িত্ব ২৬৬
চতুর্থ দায়িত্ব ২৬৬
পঞ্চম দায়িত্ব ২৬৬
ষষ্ঠ দায়িত্ব ২৬৬
সপ্তম দায়িত্ব ২৬৬
অষ্টম দায়িত্ব ২৬৭

দ্বিতীয় পথনির্দেশ

ইলমি উপকারী বিষয়গুলো মুখস্থ করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান ২৬৯
সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতের বিচার ২৭৭
গ্রহণযোগ্যতা ও বোধগম্যতার বিচার ২৭৭

তৃতীয় পথনির্দেশ

শিক্ষাপ্রদানে ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন ২৭৮
তালিবুল ইলমকে সর্বপ্রথম দুটি বিষয় অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে ২৮৩
আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২৮৩
পাঠ্যক্রমের গুরুত্ব ২৮৫
আলিমে রাব্বানির ব্যাখ্যাটা তাদের কাছে এরূপ ২৮৭
ইলম ও তালিমের বিষয়ে ধীর পদক্ষেপের উপকারিতা ২৮৯
মাসআলা বোঝার ক্ষেত্রে অবসন্নতা পরিহার ২৯১
তালিবুল ইলমদের উপকারী সব কিতাবের সন্ধান দেবেন উস্তাদ ২৯৩
প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম থেকে সতর্কতা অবলম্বন ২৯৩

চতুর্থ পথনির্দেশ

ভাষাকে বিশুদ্ধ ও আকর্ষণীয় করতে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ ২৯৫

পঞ্চম পথনির্দেশ

শব্দের আভিধানিক অর্থে সূক্ষ্ম গবেষণার গুরুত্ব ২৯৯

সমার্থবোধক বলতে কিছু নেই ২৯৯
তাৎক্ষণিক শুদ্ধি ও সংশোধনের গুরুত্ব ৩০১
দৃঢ়তার সাথে ইবারাত পাঠ ও তা শুদ্ধ করার গুরুত্ব ৩০৩

ষষ্ঠ পথনির্দেশ

'জানি না' কথাটির ওপর শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করানো ৩০৪

সপ্তম পথনির্দেশ

শিক্ষার্থীদের ওপর গভীর পর্যবেক্ষণ ও তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দান ৩০৮

অষ্টম পথনির্দেশ

যে কোনো গবেষণায় ন্যায়পন্থা অবলম্বনের তাগিদ ৩১৪

নবম পথনির্দেশ

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের গৃহীত মতের অনুসরণ এবং দুর্লভ ও ব্যতিক্রমধর্মী জ্ঞান বর্জন ৩২০

দশম পথনির্দেশ

প্রত্যেক দেশের স্থানীয় আলেমদের ইলম ও আমলের স্বীকৃতি দান ৩৩৪

একাদশ পথনির্দেশ

স্বতঃসিদ্ধ আহকাম ও আখবার অন্বেষণের গুরুত্ব ৩৪৫

দ্বাদশ পথনির্দেশ

প্রতিটি বর্ণনার উৎস ও যোগসূত্র যাচাইয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করানো ৩৪৭
মাসআলার যোগসূত্রের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা যাচাই করা ৩৪৮
এ জাতীয় তাহকিক করার সময় যা যা লক্ষণীয় ৩৫০
প্রত্যাখ্যানকালে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন ৩৫২

ত্রয়োদশ পথনির্দেশ

ফতোয়ার জন্য বিজ্ঞ প্রজন্ম তৈরি এবং দক্ষ উস্তাদের মাধ্যমে তাদের তত্ত্বাবধান ৩৫৩

চতুর্দশ পথনির্দেশ

সমসাময়িক রীতি-সংস্কৃতিকে গুরুত্বদান; বুঝতে হবে সমকালীন যুগ ও প্রেক্ষাপট ৩৫৯

পঞ্চদশ পথনির্দেশ

তালিবুল ইলমদের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনার যোগ্যতা তৈরি ৩৬২

চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষার্থীদের সঠিক ও সুনিপুণভাবে গড়তে শিক্ষকের পালনীয় কিছু পথনির্দেশ

প্রথম পথনির্দেশ
শিক্ষা-দীক্ষাদানে ধীরত অবলম্বন..... ৩৭৩
দ্বিতীয় পথনির্দেশ
ইলমের আদব সম্পর্কে অবগত করা এবং সেগুলো বাস্তবায়নে তালিবুল ইলমদের অভ্যস্ত করানো..... ৩৭৫
তৃতীয় পথনির্দেশ
বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করা..... ৩৮৩
চতুর্থ পথনির্দেশ
পূর্ববর্তীকালের আচারনিষ্ঠ আলেমদের জীবনী অধ্যয়ন করা এবং ইলম অর্জনে তাদের সীমাহীন ত্যাগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা ৩৮৬
পঞ্চম পথনির্দেশ
পার্থিব তুচ্ছ চাহিদা আর প্রবৃত্তিপূজারিদের অভ্যাস বর্জন করে উন্নত মনোভাব লালনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান..... ৩৮৯
ষষ্ঠ পথনির্দেশ
জ্ঞান ও পরিচর্যাগতভাবে ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ হিসেবে অভিহিত করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ৩৯৩
পরিশিষ্ট
সম্মানিত পাঠক ও প্রাণপ্রিয় উস্তাদবৃন্দ ৩৯৫

ভূ মি কা

মহাজ্ঞানী, সর্বস্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। শত-সহস্র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরিত শ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। কোনো সন্দেহ নেই, তাঁকে সুশিক্ষকরূপে প্রেরণ করা উম্মতের ওপর আল্লাহর সীমাহীন উদারতা, দয়া ও করুণার বহিঃপ্রকাশ।

প্রতিটি জ্ঞানই নিজ নিজ লক্ষ্যের সর্বোচ্চ চূড়া। উপাত্তের ভিত্তিতেই প্রতিটি জ্ঞানের মর্যাদা নির্ণীত হয়ে থাকে। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপকরণের প্রশ্নে শরয়ি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। কারণ, শরিয়তের অনুসারী প্রতিটি মুমিনের ঈমান, আমল ও আখলাক প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। শরিয়তের এ জ্ঞানের পথ ধরেই ধর্মীয় ও জাগতিক পরিমণ্ডলে পৃথিবীবাসীর যাবতীয় সৌভাগ্য এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

কোনো বিষয়ে জ্ঞানী হতে হলে সে বিষয়ের অন্বেষণের জন্য থাকতে হয় অদম্য স্পৃহা, অসামান্য আগ্রহ এবং সর্বোন্নত অভিলাষ; এটিই সফলতার প্রকৃত রূপরেখা। প্রবল আগ্রহই এর মূলভিত্তি; এ ছাড়া ইলম অন্বেষণ সম্ভব নয়। পাশাপাশি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজন দূরদর্শিতা আর সঠিক দিকনির্দেশনা।

অনুভূতি ও আত্মিক বিষয়ে সফল ব্যক্তিদের অনুসৃত পথের সন্ধান দেওয়াই একজন তালিবে ইলমকে চূড়ান্ত সাফল্যে উন্নীত করতে পারে। এরপর তাঁদের দেখে নতুন শিক্ষার্থীরাও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে পারে।

প্রতিটি জ্ঞানী প্রজন্মকে আগামী শিক্ষার্থী প্রজন্মের উদ্দেশে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা রেখে তাদের সাথে নিজেদের কাজ ও অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করা উচিত; তবেই ভুলের পুনরাবৃত্তি লোপ এবং পুনর্পদস্খলন প্রতিরোধ করা সম্ভব। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

الدين النصيحة.

'দ্বীন মানেই নসিহত।'

দিন দিন আমি এ সকল নির্দেশনা প্রস্তুত করার ঘোর তাগিদ অনুভব করতাম মনে মনে। প্রথমত আমার জন্য; এরপর আমার তালিবুল ইলম ভাইদের জন্য। তবে সমকালীন ভাষাসাহিত্যের সঙ্গে আমি খুব একটা পরিচিত ছিলাম না;

লেখায় সাহিত্যগত মন্দ-অমন্দের সংমিশ্রণ ছিল স্পষ্ট। আমি জানতাম, এ বিষয়ে কলম ধরার জন্য একজন বিজ্ঞ লেখক এবং সুদক্ষ কলামিস্ট প্রয়োজন; যিনি হবেন প্রাচীন অপরিবর্তনশীল জ্ঞানভান্ডারের সঙ্গে নতুন ও আধুনিক শিক্ষারীতির সংমিশ্রণে অভিজ্ঞ। কথায় আছে—বিপরীতমুখী বস্তুর দ্বারাই কোনো বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।'

সে লক্ষ্যে প্রায়ই আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ও প্রাণপ্রিয় উস্তাদ আল্লামা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর কাছে বর্তমান প্রজন্মের তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্যে সুসমন্বয়ক একটি পথনির্দেশক উপহার দেওয়ার অভিপ্রায় পেশ করি; ঠিক যেভাবে তিনি صفحات من صبر العلماء এবং قيمة الزمن عند العلماء কিতাব দুটি এর আগে তাদের উপহার দেন। আমার ওই ইচ্ছে পূরণে সম্মত হলেও শেষ পর্যন্ত আর এ বিষয়ে তিনি কিছু লিখে যেতে পারেননি। আল্লাহ তাঁকে রহমতের চাদরে আবৃত করে নিন!

কিংবদন্তিতে আছে—'কোনো বিষয়ে চেষ্টা করে পুরোটা অর্জন না করতে পারলেও তার সম্পূর্ণটা গচ্চা যায় না।' (আমি বলব, ক্ষুদ্রতর কিছুও বর্জিত হয় না!)। তাই أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين রচনাকালে এ বিষয়ে মাঝেমধ্যে কলম ধরার প্রয়াস চালাই। এর আগে أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء বাহাসগুলো রচনাকালেও এ বিষয়ে কিছু লিখতে সক্ষম হই।

শেষ পর্যন্ত এ নগণ্য প্রয়াসীর গবেষণালব্ধ নির্যাসগুলো একত্র ও বিন্যস্ত করতে মনস্থ করি। এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই আমি।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।'

গ্রন্থটি রচনাকালে উপর্যুক্ত গ্রন্থ দুটি থেকে বেশি পরিমাণে প্রতিলিপি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি তালিবুল ইলমদের জন্য উপকারী করুন। পরিশেষে صناعة طالب العلم নামটিই আমার পছন্দ হয়। সম্মানিত পাঠকদের কাছে অধমের জন্য নেক দোয়ার আবেদন রইল।

এ গ্রন্থের মূল আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে চারটি অধ্যায়ে; প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে একাধিক অনুচ্ছেদ বা পথনির্দেশ।